যুগান্তর

তারিখ ... 19 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে স্কুলছাত্রদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে যুগান্তর

শ্রমিকের বদলে স্কুলছাত্র!

সারিয়াকান্দিতে অতি দরিদ্রদের কর্মসূচিতে অনিয়ম

বগুড়া ব্যুরো

সারিয়াকান্দিতে অতি দরিদ্রদের জন্য ৪০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামসর্বস্ব কাজ চলছে। কোথাও সাইনবোর্ড থাকলেও কাজ হয় না। কোনো কোনো প্রকল্পে স্কুলের শিক্ষার্থীদের দিয়েও কাজ করানো হচ্ছে। এতে গ্রামবাসীদের প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) সারওয়ার আলম জানান, একার পক্ষে সব প্রকল্প তদারকি করা সম্ভব নয়। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিল দেয়া হবে না। পিআইও অফিস সূত্র জানায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথম পর্যায়ে সারিয়াকান্দি উপজেলায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। উপজেলার ১২ ইউনিয়নে ৩৫ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৯৯ লাখ ৪৪ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে এক হাজার ২৪৩ জন শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়। মঙ্গলবার সরেজমিনে সারিয়াকান্দি উপজেলা সদর, কুতুবপুর, কর্ণিবাড়ি, চন্দনবাইশা ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা ঘুরে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র দেখা গেছে। সদর ইউনিয়নের দীঘলকান্দি গ্রামের তরফদারপাড়া থেকে বাঙালি নদীর ঘাট পর্যন্ত সড়ক সংস্কার প্রকল্পে ২০ জন শ্রমিকের কাজ করার কথা। সেখানে ১৩ জন শ্রমিক পাওয়া গেলেও এদের মধ্যে ৬ জন স্কুলেরছাত্র। প্রকল্পের দায়িত্বরত ইউপি সদস্য দুলাল তরফদার বলেন, এলাকায় লেবার সংকট এবং তালিকাভুক্ত হতদরিদ্র শ্রমিকরা শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাদের পক্ষ থেকে ছাত্রদের পাঠানো হয়েছে। কর্ণিবাড়ি ইউনিয়নের মধুরাপাড়া পাকা সড়ক থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত সড়ক সংস্কার ও ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাটে ৪৫ জন শ্রমিক বরাদ্দ থাকলেও প্রকল্প এলাকায় কোনো শ্রমিককে দেখা যায়নি। সড়কে মাটি কাটার কাজ শুরুই হয়নি। ঈদগাহ মাঠের উত্তর পাশে সামান্য মাটি ফেলা হয়েছে। এ ব্যাপারে ট্যাগ অফিসার ও উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি অফিসার শফিকুল ইসলাম বলেন, প্রকল্প নিয়ে সংশ্লিষ্টদের বহু কারসাজি রয়েছে। তাই সাইড পরিদর্শন করার প্রয়োজন পড়ে না। ইউনিয়নের সচিব আব্বাস উদ্দিন বলেন, ওই প্রকল্পের লেবার যমুনা নদীর ওপারে অন্য প্রকল্পে কাজ করছে তাই এখানে শ্রমিক নেই। চন্দনবাইশা ইউনিয়নের ঘুঘুমারি গ্রামের আশরাফ প্রামানিকের বাড়ি থেকে আফজালের বাড়ি পর্যন্ত সড়ক সংস্কার প্রকল্প এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, ২৮ জন শ্রমিক কাজ করার কথা থাকলেও কেউ ছিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ১০-১২ জন নারী শ্রমিক সেখানে আসেন। তারা জানান, এখানে মাটি কাটার কাজ করছেন কিন্তু এক শ্রমিকের বাড়িতে আগুন লাগায় সবাই সেখানে গিয়েছিলেন। এসব অনিয়মের ব্যাপারে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সারওয়ার আলমের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তিনি বলেন, প্রকল্প পরিবর্তন করে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। তাই সেখানে কাজ হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, একার পক্ষে সব প্রকল্প তদারকি করা সম্ভব নয়।